১৫৫

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 11 SEP 1996
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

লোকবলের অভাবে তদন্ত বিলম্বিত হচ্ছে

গত অর্থবছরে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাড়ে ১১ কোটি টাকা আত্মসাত ও অপচয়

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

বিগত সরকারের আমলের শেষ বছরে দেশের বেশিরভাগ বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাড়ে ১১ কোটি টাকা আত্মসাত ও অপচয় হয়েছে। দেশের ১৮ হাজার বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বেশিরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই অপচয় ও আত্মসাতের জন্য দায়ী। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে রয়েছে মহাবিদ্যালয়, উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় ও সকল স্তরের মাদ্রাসা। এই বিপুল পরিমাণ অর্থ আত্মসাত ও অপচয়ের ওপর বিস্তারিত প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে পেশ করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের 'পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদফতর'।

এদিকে দেশের হাজার হাজার বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সীমাহীন দুর্নীতির তদন্ত করতে হিমশিম খাচ্ছে পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদফতর। ১৯৮০ সালে প্রতিষ্ঠার সময় সাড়ে সাত হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এর কর্মকর্তা ছিল ৩০ জন, আজ ১৮ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও কর্মকর্তার সংখ্যা ত্রিশই রয়ে গেছে। ফলে প্রতিবছরের স্থলে প্রায় ১৫ বছর অন্তর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো অডিট করা হচ্ছে। দুর্নীতি দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে। পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদফতর প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ফলপ্রসূ হচ্ছে না। জনবল সঙ্কটে ব্যাহত হচ্ছে নিরীক্ষা কার্যক্রম। নির্ভরযোগ্য সূত্র জানায়, বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থের যথাযথ ব্যয় নিশ্চিতকরণ, অনিয়ম ও অপচয় রোধ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রশাসনকে জবাবদিহি ও গতিশীল করার লক্ষ্যে ১৯৮০ সালে 'পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদফতর' প্রতিষ্ঠিত হয়। সারা দেশে তখন স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসা মিলিয়ে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল সাড়ে সাত হাজার। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত শিক্ষক-কর্মচারীর জন্য অনুদান বরাদ্দের পরিমাণ ছিল বার্ষিক ২৫ কোটি টাকা। বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান হারে বেড়েছে গত ১৬ বছরে। প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৮ হাজার। এ খাতে ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরে বরাদ্দের পরিমাণ এসে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৭শ' ২৫ কোটি টাকা। সূত্র মতে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ অন্তত চার বছরের মধ্যে একবার অডিটের লক্ষ্যে ২৪ জন ইন্সপেক্টর, ৪ জন উপপরিচালক, একজন যুগ্ম পরিচালক, একজন পরিচালকসহ মোট ৩০ জন কর্মকর্তা নিয়ে পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদফতরের কাজ শুরু হয়। কিন্তু গত ১৬ বছরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ও বরাদ্দ বাড়লেও এই প্রতিষ্ঠানের জনবল বাড়ানো হয়নি। এ কারণে প্রতি ১৪-১৫ বছর অন্তর একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অডিট করতে হচ্ছে। দীর্ঘদিন পর অডিটের কারণে অনেক দুর্নীতির পুঙ্খানুপুঙ্খ নিরীক্ষণ করা যাচ্ছে না বলে সূত্র উল্লেখ করে।

সূত্র মতে, গত অর্থবছর ১৯৯৫-৯৬ সালে নিরীক্ষা অধিদফতর সাড়ে ১১ কোটি টাকা অপচয় ও আত্মসাত সংক্রান্ত প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছিল। অপচয় ও আত্মসাতকৃত টাকা সরকারী কোষাগারে ফেরত দেয়ার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। বিগত সরকারের আমলে এ টাকা উদ্ধারে কার্যকর উদ্যোগ নেয়া হয়নি। প্রতিবছর আত্মসাত, অনিয়ম ও অপচয় সংক্রান্ত দেড় হাজার তদন্ত প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে পেশ করা হয়। এক্ষেত্রে এক শ' এর মতো রিপোর্টের বিপরীতে ব্যবস্থা নেয়া হয় বলে জানা যায়। বাকিগুলো রাজনৈতিক ও অন্য কারণে অমীমাংসিত অবস্থায় পড়ে থাকে।

এদিকে দেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে একাডেমিক পরিদর্শনের জন্য কোন সংস্থা নেই। ফলে এ বছর জুন মাস থেকে সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক বিষয় পরিদর্শনের দায়িত্বও এই অধিদফতরের ওপর ন্যস্ত করেছে। ফলে দায়িত্বের পরিধি বেড়ে যাওয়ায় প্রতিষ্ঠানটিতে জনবল সঙ্কট প্রকট হয়ে উঠেছে। এ অবস্থায় সময় মতো আর্থিক অনিয়ম চিহ্নিত করা যাচ্ছে না। হচ্ছে না যথাযথ একাডেমিক সুপারভিশন। সার্বিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে শিক্ষা ব্যবস্থা।